মুজিবনগরে শিশু পরিবারে পিঠা উৎসব

মুজিবনগরে বার্ষিক ক্রিড়া প্রতিযোগীতা, সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানের পুরষ্কার বিতরনসহ শীতকালীন পিঠা উৎসবের অনুষ্ঠিত হয়েছে মুজিবনগর সরকারী শিশু পরিবারে।

মঙ্গলবার দুপুরে শিশু পরিবার চত্বরে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক আসাদুল ইসলাম।

শিশু পরিবারের প্রধান শিক্ষক তন্ময় সাহার সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানের সুপারেন্টেন্ডেন্ট (সহকারি পরিচালক)মাসুদ আহমেদ।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক হাসান মুস্তাফিজুর রহমান, ট্রাফিক ইনেস্পেক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা লাল্টু মিয়া, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দীন আল-আজাদ, জেলা মুখ্য সংগঠক উপজেলা ছাত্র সমন্বয়ক শাওন শেখ প্রমুখ।

শিশু পরিবারের শিশুদের হাতে তৈরি বিভিন্ন ধরনের শীতকালীন পিঠা শিশু পরিবারের শিশুরা সহ অতিথি বৃন্দকে পরিবেশন করা হয়।

শেষে বার্ষিক ক্রিড়া প্রতিযোগীতার বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার তুলে দেয়া হয় এবং শিশু পরিবারের শিশুদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

হরিণাকুণ্ডুতে অসহায় পরিবারের পাশে “আমরাও পারি” সংগঠন

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে একটি অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে আমরাও পারি মানব কল্যাণ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন।

সংগঠনটি এই অসহায় পরিবারটিকে এক মাসের চাল-ডালসহ কাঁচা বাজার করে দিয়েছে। একই সঙ্গে আরও সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে সংগঠনটি।

জানা গেছে, ওই অসহায় পরিবারটি থাকেন উপজেলার ৩ নং তাহেরহুদা ইউনিয়নের ভবানীপুর গ্রামে। দুইটি সন্তান ও স্ত্রীকে রেখে তার স্বামী লক্ষাধিক টাকা ঋনের দায়ে আত্মহত্যা করে মারা গেছেন। বড় সন্তান অর্পিতা হরিণাকুণ্ডু লালন শাহ কলেজে অনার্স পড়ছে, এবং ছোট ছেলেটা ক্লাস ফাইভের ছাত্র। মেয়েটার কলেজে যাবার মত ভালো পোষাক নেই, নেই জাতায়াতের ভাড়া, দুবেলা দু মুঠো ভাত জোটেনা তাদের, মায়ের অবস্থা একদম খারাপ, স্বামী হারানোর শোকে জটিল রোগে ভুগছেন তিনি। তার পরিবার এখন অন্যের কাছে হাত পেতে কোন রকম জীবন অতিবাহিত করছেন।

তার শরীরে অনেক জটিল রোগ থাকায় এখন ঠিকমতো কাজও করতে পারেন না। তার আকাশ ভরা চিন্তায় ঘুম আসেনা, ছেলেমেয়ের পড়াশোনা করিয়ে মানুষের মত মানুষ করতে চাই। বড় মেয়ে অর্পিতা জানায় পড়াশোনা শেষ করে বাবা মায়ের স্বপ্ন পুরন করাটা এখন আমার জীবনের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছে, আমি পড়াশোনার পাশাপাশি যদি কোন একটা কাজ করতে পারতাম তাহলে আমার মায়ের ভালো চিকিৎসা এবং ছোট ভাইটাকে মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলতে পারতাম, যদি আমাকে কেউ একটা ভালো কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন তাহলে তাদেও প্রতি আমি এবং আমার পরিবার চির কৃতজ্ঞ থাকতাম, তাই গ্রামের সামর্থবান ব্যক্তিদের নিকট আমার অসহায়ত্বার বিষয়টি তুলে ধরি।

এই খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ উপজেলার “আমরাও পারি” মানব কল্যান সংগঠন টিম পরিবারটিকে এক মাসের বাজার করে দেন এবং সব ধরণের সহায়তার আশ্বাস দেন।

আমরাও পারি মানব সংগঠন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সভাপতি রাজন আহম্মেদ বলেন, আমরা হরিণাকুণ্ডুর সকল ইউনিটের সদস্যদের নিয়ে অসহায় মানুষের সেবা করে যাবো। তিনি এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে

সেবামূলক কাজে অংশ নিতে বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানান।

ঝিনাইদহে শ্রমিক ইউনিয়নের মৃত সদস্যের পরিবারে এককালিন আর্থিক অনুদান প্রদান

ঝিনাইদহ জেলা বাস, মিনিবাস, কোচ ও মাইক্রোবাস শ্রমিক ইউনিয়নের মৃত সদস্যের পরিবারকে এককালিন ২ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

আজ বুধবার (১০জুলাই) সকাল ১১টার শ্রমিক ইউনিয়নের নিজস্ব কার্যালয়ে আলোচনা সভার মাধ্যমে এই ৬টি পরিবারের মাঝে এই অনুদান প্রদান করা হয়।

জেলা বাস, মিনিবাস, কোচ ও মাইক্রোবাস শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ওয়ালিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাহেদী ফাউন্ডেশনের প্রধান সমন্বয়কারী তবিবুর রহমান লাবু।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বাস, মিনিবাস, কোচ ও মাইক্রোবাস শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যকরী সভাপতি এস.এম.আবু সাইদ, সহ-সভাপতি অলিয়ার রহমান, আমির ফয়সাল মহব্বত, মিজানুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আশরাফুজ্জামান খোকন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হানিফ খান, সহ-সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম, আত্তাপ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক খাইরুল ইসলাম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, দপ্তর সম্পাদক টুলু বিশ্বাস চুন্নু, প্রচার সম্পাদক ফিরোজ আলী, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মিজানুর রহমান লিটন, শ্রম কল্যাণ সম্পাদক আনিচুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ শহিদুল ইসলাম, সড়ক সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন, কার্যনির্বাহী সদস্য মশিয়ার রহমান, মফিজুর রহমান সুমন, বিল্লাল হোসেন, দিলীপ কুমার হোড়, আঃ বারিক, কামরুজ্জামান।

আলোচনা শেষে প্রধান অতিথি বাস, মিনিবাস, কোচ ও মাইক্রোবাস শ্রমিক ইউনিয়নের মৃত সদস্যের ৪টি পরিবারকে নগদ ২৫ হাজার করে ও ২টি পরিবারকে ৫০ হাজার করে মোট ২ লক্ষ টাকা প্রদান করেছেন।

মেহেরপুরে প্রতিবেশীর আক্রোশের শিকার একটি পরিবার

মেহেরপুরে প্রতিবেশীর অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে পড়েছে একটি পরিবার। অত্যচারে অনেকটা অতিষ্ট হয়ে তার বিরুদ্ধে মেহেরপুর পৌর সভায় একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন ভুক্তভোগী।

মেহেরপুর পৌর শহরের ৮ নং ওয়ার্ডের হোটেল বাজার মসজিদ পাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে।

ভুক্তভোগী তৌসফিয়া ফেরদৌসী তার অভিযোগে বলেন, আমার প্রতিবেশী মো:বাবু ও তার স্ত্রী বেদেনা খাতুন আমার ঘরের উন্নয়ন কাজে বাধা দিচ্ছে। বাড়ির দেয়ালে পাইপ, কার্নিশ এমনকি জানালার পাল্লা লাগাতে দিতে বাধা প্রদান করছে।

এনিয়ে তাকে বলতে গেলে নানাভাবে গালিগালসহ মারার হুমকী দিয়ে আসছে। মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনের সুদৃষ্টি কামনা করে এই সমস্যার সমাধান দিয়ে বাড়িটি সচল রাখার ব্যবস্থা করে দেওয়ার আবেদন জানান তিনি।

ঝিনাইদহে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ১৫নং কালিচরণপুর ইউনিয়নের উত্তর কাষ্টসাগরা গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইদ্রীস আলীর পরিবারের উপর সন্ত্রাসী হামলা, মিথ্যা মানববন্ধন করে অপপ্রচার, হয়রানী ও দায়েরকৃত মামলা তুলে নেওয়ার হুমকি প্রদানের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভোগী মুক্তযোদ্ধা পরিবার।

মঙ্গলবার (১৬আগস্ট) দুপুর ১২টায় ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে মুক্তিযোদ্ধা ইদ্রীস আলী ও মেয়ে ইডেন কলেজের ছাত্রী রঞ্জনা খাতুন জানান, মোঃ ইদ্রিস আলী একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ১৯৭১ সালে ৮ নম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর মনজুর রহমান এর নেতৃত্বে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। জেলার অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধারা তাকে চেনেন ও জানেন। মুল বাড়ী হরিণাকুন্ডু উপজেলার তাহেরহুদা ইউনিয়নের রামনগর গ্রামে হলেও তিনি ১৯৮৯ সাল থেকে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ১৫ নং কালিচরণপুর ইউনিয়নে উত্তর কাস্টসাগরা গ্রামে বসবাস করেন।

গত ইউপি নির্বাচনে নৌকা প্রতীকের সমর্থন করায় বর্তমান স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান ও ১নং ওয়ার্ডের বর্তমান মেম্বর মিজানুর রহমান মিজু’র ইন্ধোনে সম্পতি ও জায়গা জমি নিয়ে একই গ্রামের পাঞ্জু শাহ, ইউনুস ও সুরত আলীর সাথে পুরাতন বিরোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। জমিজমা সংক্রান্তে আদালতে মামলা চলমান রয়েছে। যার মামলা নং- অতিরিক্ত জেলা জজ (২) দেওয়ানী আপিল-৮৪/২০। এরই জের ধরে তাদের প্রতিপক্ষ তোয়াজ উদ্দিন এর পুত্র মনিরুল প্রায়ই ইদ্রীস আলী বড় কন্যা (ঢাকা ইডেন মহিলা কলেজের মাষ্টার্স ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী) রঞ্জনাকে উত্ত্যক্ত ও আপত্তিজনক প্রস্তাব দিয়ে আসছিল।

জমিজমা সংক্রান্ত বিষয় আদালতে বিচারাধীন থাকাবস্থায় গত ২২ জুলাই রাত ৮ টার সময় তুহিন ও মনিরুলের হুকুমে দেশীয় অস্ত্রসস্ত্র, লাঠিসোটা নিয়ে তার পরিবারের উপর অতর্কিত হামলা করে।

এতে শালিকা শিখা খাতুন ও তার পুত্র মোঃ নয়ন কে জখম করে। এ সময় তার কন্যা (রঞ্জনা খাতুন) প্রতিবাদ জানাতে এগিয়ে গেলে মনিরুল, রানা রঞ্জনার জামা কাপড় ছিড়ে শ্লীলতাহানি ঘটায় ও এলোপাতাড়ী মারপিট করে এমনকি প্রতিবন্ধী স্ত্রী রাশিদা খাতুনকে মারপিট করে, শ্যালকের ৫ মাসের অন্তসত্তা স্ত্রীর তলপেটে লাথি ও ঘুষি মারে মনিরুল, ওবায়দুল ও আসাদ।

তিনি গত ২৩ জুলাই হতে ৩০জুলাই পর্যন্ত ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তিনি এখনো শংকা মুক্ত নন।

বিষয়টি নিয়ে তার শালিকা ও তার পুত্র মোঃ নয়ন ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়। এর মধ্যে ২৫জুলাই ঝিনাইদহ কোর্টে মামলা দায়ের করে তার শ্যালক মোঃ সাবান শাহ। মামলা নং- ২২৫/২২ এবং

কন্যা রঞ্জনা খাতুন গত ২৯জুলাই তারিখে সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করে। যার নং- ৫৮/৩২৫।

তিনি লিখিত বক্তব্যে আরও বলেন এ ঘটনার পর থেকে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে খুনের হুমকি ধামকি দেয়। গত ১ আগস্ট আসামীদের জামিনের পরপরই আমার কন্যা রঞ্জনা খাতুন ও শ্যালক সাবান শাহ কে হত্যার হুমকি ও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করিতে থাকে। এ অবস্থায় রঞ্জনা খাতুন ২ আগস্ট ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী করে। ডায়েরী নং- ১১৯ এবং সাবান শাহ বাদী হয়ে গত ১আগস্ট ঝিনাইদহ কোর্টে একটি ৭ ধারা মামলা দায়ের করে। যার মামলা নং- ৪৩৪/২২।

উক্ত ঘঁটনা বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে থানা প্রশাসন এবং পিবিআই দফায় দফায় তদন্ত কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এর পরেও তারা ক্ষ্যান্ত হয় নি। উক্ত বিষয়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হবার পর থেকে গত ১২ আগস্ট সকালে সদর উপজেলার উত্তর কাষ্টসাগরা বাজারে একটি কথিত মানব বন্ধনের নামে আদিবাসীদের ব্যবহার করে বিভিন্ন অশ্লীল ও আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করে ব্যানার, প্লেকার্ড, ফেস্টুন প্রদর্শন করে। আদৌও তারা কোন আদিবাসী নয়।

এ বিষয়ে তিনি ১৩ আগস্ট ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী করেন যার নং- ৮৭৪। তাছাড়া দুই কন্যা ঢাকা ইডেন মহিলা কলেজ ও সরকারি কে.সি. কলেজে পড়ুয়া মেয়ের বিরুদ্ধে অত্যন্ত আপত্তিকর পতিতা বিত্তি পেশার সাথে তুলনা করে। তাদের কুরুচি পূর্ণ বক্তব্য ও প্লেকার্ড প্রদর্শন করেছে। যা আমার পরিবার ও সন্তানদের জন্য লজ্জাজনক ও মানহানিকর। আমি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সরকারি আবাসন প্রকল্পে দুই দফা ঋণ উত্তোলন করে উক্ত স্থানে স্থানীয় আনারুল ইসলাম তুফান মালিতার নিকট হইতে ৩ শতাংশ জমি নিয়ে একতালা বাড়ি নির্মাণ কাজ শুরু করি। উক্ত ৩ শতাংশ জমি ব্যতিত আমার কোন সম্পত্তি নেই। আমি কখনোও আদিবাসি নামধারী কাহারও নিকট হইতে জমি ক্রয় বা ভোগদখল করি নাই। তথাপিও আমার ঋণের টাকায় নির্মানাধীন বাড়ি নিয়ে নানারকম কুরুচি পূর্ন বক্তব্য প্রদর্শন করে।

পরিবারটি এখন জীবনের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। সংবাদ সম্মেলনে তিনি প্রকৃত সত্য ঘটনা প্রকাশ করে প্রশাসনের সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে দোষিদের শাস্তির দাবী জানান।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা (সাবেক কমান্ডার) রেজাউল ইসলাম,বীর মুক্তিযোদ্ধা জামাল হোসেন, মুক্তিযোদ্ধা আলাউদ্দীন, শ্যালিকা শিখা খাতুন প্রমূখ।

কোটচাঁদপুরে একই পরিবারে ৫জন করোনা পজিটিভ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে একই পরিবারে ৫ জন করোনা পজিটিভ হয়েছেন। গতকাল রবিবার সকালে ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন ডাঃ সেলিনা বেগমের বরাদ দিয়ে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ।

তিনি জানান, উপজেলার কুশনা ইউনিয়নের রঘুনাথপুর গ্রামের একই পরিবারের ১জন পুরুষ ও ৪ জন মেয়েসহ ৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এর আগে তাদের নমুনা সংগ্রহ করে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিনোম সেন্টারে পাঠানো হয়েছিল।

গতকাল রবিবার সকালে ওই ৫জনের শরীরে করোনা পজেটিভের রিপোর্ট পায়।

ডা. রশিদ জানান, গত ৩১মে ওই পরিবারের একজন সদস্য করোনায় আক্রন্ত হন। যিনি সম্প্রতি ঢাকা থেকে এসেছিলেন।

বর্তমানে আক্রান্ত রোগীরা হোম আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন আছেন। স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় করোনা আক্রান্ত ওই বাড়ি লক-ডাউন করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় ভাঙ্গা পরিবার জুড়া লাগালেন সদর থানার ওসি

চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন গাইঘাটা গ্রামের মাসুদ রানার ভাঙ্গা পরিবার জুড়া লাগিয়ে দিলেন ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান।

তাদের শিশু সন্তান তাসনিম (০৫) আর্তচিৎকার করে বলে আমি বাবা মা দু’জনকেই চাই”। বিগত সাত বছর আগে গাইঘাটা গ্রামের আবু তাহেরের ছেলে মোঃ মাসুদ রানা(১৯) এবং একই এলাকার মিম আক্তার(১৮) এর বিয়ে হয়। তাদের বিয়ের বছরে বর কনের বয়স ছিল ১২/১৩ বছর অর্থাৎ বাল্যবিবাহ। তখন এলাকার সচেতন কিছু ব্যক্তি তাদের এই বিয়ের বিষয়ে অভিভাবকদের নিষেধ করেছিল। কিন্তু কে শোনে কার কথা। যাইহোক বিয়ে হয়েছে। তাদের দাম্পত্য জীবনে একটি কন্যা সন্তান তাসনিম(০৫) এর জন্ম হয়।

তাসনিমের চোখের সামনেই বাবা-মার ক্রমাগত ঝগড়াঝাঁটি মারামারি ঘটে চলেছে। এককথায় একটি অসুস্থ পরিবার যেমনটি হওয়ার কথা ঠিক তেমনটিই। এরপর এই দম্পতি সিদ্ধান্ত নেয় তারা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে অর্থাৎ তালাক নিয়ে নেবে।

পারিবারিক এ অস্থিরতা নিয়ে আমার নিকট অভিযোগ হলে, এসআই ভবতোষ এর মাধ্যমে এই পরিবারের সাথে জড়িত সকল অভিভাবককে থানায় ডেকে নিয়ে এসে পরিবারের সবার সাথে আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান, এক পর্যায়ে ছোট্ট মেয়ে শিশু তাসনিম কে জিজ্ঞাসা করলে সে তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে জানায় সে বাবা-মা দু’জনকেই চাই অর্থাৎ সে চায় না কেউ কারো থেকে আলাদা থাক। আমাদের আলোচনা ও অবশেষে মেয়েটির আর্তনাদ এর কাছে বাবা-মার অভাব-অভিযোগ, মান -অভিমান ভেঙে যায়। তারা পুনরায় ঘর করবার সিদ্ধান্ত নেয়।

ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান উভয় পরিবারের অভিভাবকদের সাথে কথা বলেন এবং তারা যাতে ভবিষ্যতে ভালোমতো বসবাস করতে পারে সে ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য বললেন। ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান তাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্য বেশ কিছু শর্ত আরোপ করে দেন। তারা উভয়েই মেনে নেয় এবং ভবিষ্যতে আর কোনো ধরনের গন্ডগোল, মারামারি, ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে না মর্মে

অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়।

গল্পটা এজন্য বলা হলো যে, এটি আসলে বাল্যবিবাহের প্রতিফল হিসেবে একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত। এই দম্পতির বর্তমান যে বয়স এটিই আসলে তাদের বিয়ের বয়স যা আরও সাত বছর আগে সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে সমাজ থেকে, পরিবার থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাল্যবিবাহ কখনো সমাজে সুস্থ কোন পরিবার তৈরি করে না বা করতে পারে না।

বাল্যবিবাহ একজন শিশুর শারীরিক-মানসিক ও আর্থসামাজিক বিকাশ সাধনের অন্যতম অন্তরায়। তাসনিমের চেহারা দেখলে খুব সহজেই বোঝা যায় যে, শিশুটি পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। এটিও বাল্যবিবাহের সরাসরি কুফল। আসুন, সম্মানিত চুয়াডাঙ্গা বাসী, আমরা আমাদের সন্তানদের, আমাদের পরিবারের সদস্যদের, আমাদের এলাকার মানুষ কে বাল্যবিবাহের কুফল কতটা ভয়ানক হতে পারে সে বিষয়ে সচেতন করে তুলি।